Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 13-09-2026 22:34 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

২৬ ভাদ্র ।। ১৪৩৩।। রবিবার ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৫৮২ সংখ্যা ।। ৮পাতা

যৌবনের ভুল সিদ্ধান্তে আক্ষেপ, 'সিঙ্গল মাদার' না হওয়ার পরামর্শ নীনা গুপ্তার

ব্রিকসের নৈশভোজে মোদীর ভারত নিরামিষ, মাছ-মাংস বিতর্কে বাংলা-বাঙালি লাইন বঙ্গ বিজেপির

বাংলার মাটি থেকে ছোড়া হবে ক্ষেপণাস্ত্র! দিঘার কাছে ডিআরডিও-র মেগা প্রোজেক্ট, অনুমোদন শুভেন্দু-সরকারের

শালবনি জমি দুর্নীতি, সুমিতের অফিসে টাকা পৌঁছে দিতেন বিধায়ক, চার্জশিটে দাবি সিআইডির

পরপর বোমা ফেলল রাশিয়া, এবার যুদ্ধের আগুন ন্যাটোভুক্ত দেশে!

নন্দীগ্রামে মমতা নন

উপনির্বাচনের প্রার্থী

ঘোষণা কালীঘাট তৃণমূলের

নয়া জামানা ঃ প্রতীক নিয়ে চলা টানাপোড়েনের মধ্যেই নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল কালীঘাট তৃণমূল। নন্দীগ্রামে দলের প্রার্থী করা হয়েছে সঞ্চিতা প্রধান দে-কে, আর রেজিনগরে লড়বেন রবিউল আলম চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরে জল্পনা ছিল, নন্দীগ্রাম থেকে স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী হতে পারেন। মমতা লড়লে ওই কেন্দ্রে প্রার্থী দেবে না বলে আগেই জানিয়েছিল ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভোটের ময়দানে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঝুঁকি নিলেন না মমতা। ছাব্বিশের নির্বাচনে নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর দুই কেন্দ্র থেকেই জয়ী হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নিয়মানুযায়ী একটি আসন ছাড়তে হয় তাঁকে, এবং তিনি নিজের চেনা গড় নন্দীগ্রাম ছেড়ে দেন। ফলে আসনটি বিধায়কশূন্য হয়ে পড়ে। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদের রেজিনগর ও নওদা জোড়া কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত, আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবীর। ফলে সেই দুটি আসনও শূন্য। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, আগামী ৬ অক্টোবর হবে উপনির্বাচন।এই মুহূর্তে তৃণমূল দুই শিবিরে বিভক্ত মমতাপন্থী কালীঘাট তৃণমূল এবং ঋতব্রতপন্থী গোষ্ঠী, যারা দুই-তৃতীয়াংশ বিধায়কের সমর্থন থাকার দাবি করে নিজেদের আসল তৃণমূল বলে দাবি করছে। দুই পক্ষের মধ্যে দলীয় প্রতীক নিয়েও চলছে টানাপোড়েন।মমতার প্রার্থী না হওয়া প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে ঋতব্রতপন্থী বিধায়ক মদন মিত্র বলেন, ব্যবধান প্রায় ৫০ হাজার ভোটের হতে পারে এবং বিজেপি প্রার্থীই জয়ী হবেন, কারণ শুভেন্দু অধিকারীর কাছে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পরিচয় কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়।

২৯-এর মধ্যে ২১ রাজ্যে অভিন্ন

দেওয়ানি বিধি, ঘোষণা শাহের

নয়া জামানা ঃ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর নিয়ে বিরাট ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার মুম্বইয়ে সাংবাদিক বৈঠকে বসেছিলেন তিনি। সেখানেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী শোনাল শাহর গলা। গত ১২ বছরে বিজেপি সরকারের সাফল্যও তুলে ধরেছেন তিনি। সাংবাদিক বৈঠকে শাহ বলেন, বিজেপি সরকারের রাজনীতি পুরোটাই পারফরম্যান্স ভিত্তিক। জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে এগিয়ে চলেছে বিজেপি সরকার।রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সাল থেকে দেশের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, অপারেশন সিঁদুরের মতো একের পর এক কর্মকাণ্ডে মোদি সরকার বুঝিয়ে দিয়েছে, জঙ্গি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ভারত জিরো টলারেন্স নীতিতে বিশ্বাসী।একইভাবে দেশের অন্দরে নকশালদের খতম করেছে যেন অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা সুনিশ্চিত হয়। শাহ আরও বলেন, উত্তর-পূর্বে নাশকতা, ৩৭০ ধারার মতো বিষয়গুলিও দারুণভাবে সামাল দিয়েছে মোদি সরকার।বিজেপি সরকার ২০১৪ থেকে যে রাজনীতি করছে সেটা পারফরম্যান্স ভিত্তিক। অর্থাৎ নির্বাচনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করে এসেছে বিজেপি। সেই প্রতিশ্রুতির মধ্যেই অন্যতম অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে শাহ বলেন,ইতিমধ্যেই কয়েকটা রাজ্যে আমরা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করেছি। ২০২৯ সালের মধ্যে দেশের ২১টি এনডিএ শাসিত রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর হবে বলে আমি আত্মবিশ্বাসী। উল্লেখ্য, দিল্লি-সহ ১৫টি রাজ্যে বিজেপি একাই ক্ষমতায় রয়েছে। বাকি রাজ্যগুলিতে শরিকের সঙ্গে সরকার গড়েছে গেরুয়া শিবির।২০২৯ সালে লোকসভা নির্বাচন। চতুর্থবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার হাতছানি নরেন্দ্র মোদির সামনে। নির্বাচনের আগে বাকি রয়েছে আড়াই বছরের কিছু বেশি সময়। তার মধ্যে দেশের ২১টি রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করতে পারলে বিজেপির বিপুল ফায়দা হবে সেকথা বলাই বাহুল্য। ইতিমধ্যেই বাংলায় এই বিধি কার্যকরের জন্য উদ্যোগ নিয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে নিজেদের ইস্তেহারেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকরের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। সেই মতো ক্ষমতায় এসেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন,আমরা এ রাজ্যে ইউসিসি বিল আনব। গুজরাট, উত্তরাখণ্ড, অসমের পর। এতে সব সম্প্রদায়ের জন্য এক আইন লাগু হবে।

নাম-প্রতীক নিয়ে ফের কমিশনে

ডেরেক, নথি চেয়ে চিঠি কালীঘাটের

নয়া জামানাঃ তৃণমূল কংগ্রেসের নাম ও প্রতীকে অধিকার কার, তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের মুখে ামুখি হয়েছিল মমতা ও ঋতব্রত-পন্থী শিবির। দুই পক্ষের সঙ্গেই আলাদাভাবে কথা বলেছে কমিশন। দুপুরের এই আপডেটের পরই রাতে নতুন খবর। শনিবার রাতেই জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে চিঠি লিখল কালীঘাট-পন্থী তৃণমূল কংগ্রেস।১২ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশনের মুখোমুখি হওয়ার পরই ওই রাতেই কমিশনকে ফের চিঠি লিখ ল কালীঘাট তৃণমূল। এবার চিঠি লিখলেন ডেরেক ও'ব্রায়েন।চিঠিতে দাবি করা হয়েছে, ঋতব্রত শিবির কোন কোন নথি জমা দিয়েছে, তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরকে এখনও জানানো হয়নি কমিশনের তরফে। এমনকী, কমিশনের ওয়েবসাইটে তৃণমূলের সংবিধানের সর্বশেষ আপডেট উল্লেখ করা হয়নি।ডেরেকদের দাবি, তৃণমূলের সংবিধান অনুযায়ী দলের চেয়ারপার্সন নির্বাচন হওয়ার কথা আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৭ সালে।

অতএব এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। তৃণমূলের নির্বাচন হয় না বলে ঋতব্রত শিবির যে অভিযোগ করছে, তাও বৈধ নয় বলেই চিঠিতে জানানো হয়েছে কালীঘাট তৃণমূলের তরফে। ডেরেক ও'ব্রায়েনের চিঠির জবাব কমিশন দেয় কি না এবং ঋতব্রতরা তাদের তৃণমূলের উপরে অধিকারের দাবির সপক্ষে কী কী নথি জমা দিয়েছেন, তা কমিশন জানায় কি না, তাই দেখ ার।আগামী ৬ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের দুটি আসনে উপনির্বাচন হতে চলেছে-রেজিনগর ও নন্দীগ্রামে। তার আগেই তৃণমূলের নাম ও প্রতীকে কার অধিকার থাকবে, তা নিয়ে লড়াই মেটানোর চেষ্টা নির্বাচন কমিশনের। তবে জল্পনা শোনা যাচ্ছে, এত দ্রুত তৃণমূলের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে না কমিশন।সেক্ষেত্রে দলের নাম ও প্রতীক ফ্রিজ করে দেওয়া হতে পারে। সেক্ষেত্রে দুই শিবিরকেই বিকল্প নাম ও প্রতীক দেওয়া হবে উপনির্বাচনে লড়াই করার জন্য।

ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে মধ্যস্থতার প্রস্তাব মোদী-শির , স্বাগত পুতিনের

দীপঙ্কর দোলাই,নয়া জামানা ঃ ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতা এখনও কোনও দৃশ্যমান ফল দিতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত

১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে শান্তি ফেরাতে সাহায্যের প্রস্তাব দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ জানিয়েছেন, দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে দুই নেতার এই

আগ্রহকে স্বাগত জানিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।শনিবার সম্মেলনের প্রথম দিনে যৌথ ঘোষণাপত্রে রাষ্ট্রসংঘ

নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন ছাড়া একতরফা নিষেধাজ্ঞার সমালোচনা করে ব্রিকস দেশগুলি। ইউক্রেন ও পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত নিয়ে মতভেদ সত্ত্বেও সংযমের ডাক দেওয়া হয় ঘোষণাপত্রে।সাম্প্রতিক সময়ে ট্রাম্পের দূত স্টিভ উইটকফ ও জ্যারেড কুশনার মস্কো-কিভ সফর করলেও যুদ্ধ থামাতে ব্যর্থ হয়েছেন। জেরেড কুশনার

সম্প্রতি জানান, যুদ্ধ থামার মূল বাধা ইউক্রেনের ভূখণ্ড ছাড়তে অস্বীকৃতি। এই আবহে রাশিয়া-আমেরিকা- ইউক্রেন ত্রিপাক্ষিক আলোচনার নতুন দফা শুরুর আশা প্রকাশ করেছে মস্কো, যার সম্ভাব্য ভেন্যু হিসেবে আবুধাবি বিবেচনায়

রয়েছে বলে জানিয়েছেন ক্রেমলিন সহায়ক উশাকভ।কূটনৈতিক মহলের দাবি, মস্কো, তেহরান ও পশ্চিমী বিশ্ব, সব পক্ষের সঙ্গেই সচল যোগাযোগ রাখার বিরল অবস্থানে রয়েছে ভারত। রাশিয়ার সস্তা তেলের উপর নির্ভরতা থাকা সত্ত্বেও শুরু থেকেই শান্তির পক্ষে সওয়াল করেছেন মোদী। শুক্রবার পুতিনের মুখোমুখি বৈঠকে তিনি ফের বলেন,

সংলাপ ও কূটনীতিই সংঘাত সমাধানের একমাত্র পথ। যে কোনও শান্তিপ্রক্রিয়ায় সহায়তার জন্য তৈরি ভারত।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 13-09-2026 22:34 Page 2

সময় তোমাকে

নিবিড় ছায়ার অবগাহনে কবি সোমনাথ

কালপুরুষের রেখাচিত্র নক্ষত্রের চোখে স্মৃতির শব্দ

শামশাদ বেগম

যা কিছু তন্ময়, অন্তরের দর্শনে যার অবাধ বিচরণ;সেটিই আত্মসংগ্রাম। কবিতার চত্বরে কালক্রমে জমে ওঠা নিবিড় ছায়ার জনরবের মাঝেই কবি খুঁজেছেন নিজস্ব উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্রোত। নির্লোভ বাসনায় অবগাহন করেন এমন এক জগতে, যেখানে পার্থিব উচ্ছ্বাসও শেষ পর্যন্ত হার মানে। কবিতাকেই যিনি আত্মত্রাণ আশ্রয় করে তোলেন। ক্ষুদ্রকালপুরুষের রেখাচিত্রক্ষুদ্র শুধু আকাশের কল্পনায় বিরাজ করেনি। নিজের অটুট অস্তিত্বকে জ্বালিয়ে দিয়েছেন নক্ষত্রের মাঝে। যা পড়ন্ত বিকেলের মত দীপ্তি-জ্বলা এক ভূখণ্ডে মা শঙ্করী দাসের প্রচেষ্টায় সমস্ত ব্যাকুলতা ও দারিদ্র্যকে ত্যাগের বোচকায় বন্দি করে কালপুরুষের মতো অমর হয়ে থাকার এক নিরন্তর প্রয়াস। কে আছে? কতদিন বা কে তার দুঃখের সঙ্গী হবে? তাই নিজের অভিযোগ যেন প্রকৃতির প্রতিটি সৃষ্টির ভেতর জমা করেছেন। ঠিক নদীর মতোই সুবিশাল মনের অধিকারী। কিন্তু কতদিন আর তার ভার বহন করতে পারতেন। নুড়ি-কাঁকরগুলো যেমন একসময় নদীর বুকের ভিতর ভারী হয়ে ওঠে। গতিপথ রুদ্ধ হয়ে যায়। ঠিক তেমনই কবি সোমনাথের দুঃখ গুলো জমতে জমতে অভিমানের কুঠুরিতে পাহাড়সম ক্ষত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। যার ভার তিনি সহ্য করতে পারেননি। তবু স্রষ্টার কাছে কোনো অভিযোগ নেই, নেই কোনো চাওয়া। অসীম প্রত্যাশায় কবিতাকে ভালোবেসে গেছেন। প্রেমিকার মতোই বিশ্বাস করে গেছেন। প্রেমিকার ভেজা অধর যুগলে প্রণয়ের আশ মিটিয়ে নিতে জেনেছেন এই সার্থক কবি। যিনি কবিতার ছন্দে প্রেমিকার নুপুরের শব্দ শুনে, তার আলতার গভীরতা পরিমাপ করতে পারেন। তাঁর কাছে আর কারও অভিযোগ কীভাবে থাকতে পারে?

এ কেমন বেঁচে থাকা! /'গ্রাউন্ড জিরো'-য় সম্রাট নিরোর মতো একা ;(অ্যানাটমির মহড়া)

তিনি সম্রাট নিরোর মতো দাঁড়িয়ে আছেন;
একা। যেখানে তাঁকে পরাজয়, হতাশা সবকিছু গ্রাস করতে পারে, তবু তিনি অনড়। একা দাঁড়িয়ে থাকার যে শক্তি, তা তিনি পেয়েছেন কবিতাকে ভালোবেসে। দেখেছেন জন্ম মৃত্যু ঠিক প্রেমিকার অবহেলার মতোই। ঠিক প্রকৃতির তাণ্ডবে সুখপাখিটির নীড় তছনছ করার মতো। তবু বেঁচে থাকার প্রয়াস ও চাওয়া ছিল। কিন্তু সে চাওয়া কার কাছে? নীরব, নিরুত্তর;ঠিক প্রকৃতির মতোই। উত্তর কে দেবে? দেবে সেই স্রষ্টা? যাঁকে তিনি বলেছেন;

এ কেমন সুখ, অসুখের অস্থিমজ্জায়
সৃষ্টির মাঝেও যে বিড়ম্বনা আছে, এমন কষ্ট যাকে তিনি জয় করতে চেয়েছেন।কবে থেকে এই তো বুক পেতে আছি/ মৃত্যু! জন্ম বিস্তৃত করদ

কবি জানেন, মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু তাকে জেনে শুনে গিলে ফেলাটাও কষ্টকর। জন্ম নিলে মরতে হবে;সবাই জানে। কিন্তু জানার মধ্যেই তাকে প্রতিটি পদক্ষেপে অনুভব করার যে তীব্র যন্ত্রণা, তা কবির মানসিকতাকে কুরে কুরে খেতে চেয়েছে। তবু কবি জিতেছেন। জিততে জেনেছেন। মৃত্যুকে কবিতার ঘর বানিয়েছেন। কবিতা, গল্প, ঝরাপাতা, শ্রাবণের রাগ, শরতের উজ্জ্বল আলোর উচ্ছৃঙ্খল বিচরণ;সবকিছুর মাঝে কবিতাকে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন কালের কালপুরুষ কবি সোমনাথ।সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন তাঁকে আরও মর্মাহত করেছে। আহত, পরাহত সমাজের ক্ষয়িষ্ণু পদচারণা দেখে তাঁর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি কীভাবে যুবসমাজের আশা ভেঙে ফেলে, তা কবির কবিতায় আশ্রয় পেয়েছে।

ধ্বংসের মত্ততায় দ্যাখ সৃষ্টি সুখ/ শান্তি চেয়ে ফেরে দ্বারে দ্বারে/ বুদ্ধ! মহাভিক্ষুক!

যুগের অপঘাত থেকে কেউই নিস্তার পায়নি। সৃজনশীলতা থেকে সৃষ্টির মহড়া সবই যেন ধ্বংসযজ্ঞের ছায়া। কবির বাস্তববাদী চেতনায় যার স্ফুরণ ঘটেছে বারবার।

বাঘের তৃষ্ণা দুধে মেটে না
মেটে রক্ত নিষ্ঠুরতায়।

এত অসুস্থতা কবিকে কাবু করতে পারেনি। যতটা মর্মাহত করেছে ধ্বংসের প্রতিঘাত। স্বল্প জীবনের পরিমাপও তাঁর কাছে বিলাসিতা মনে হয়েছে। এক দুর্বোধ্য মাপকাঠিতে যা তাঁকে বিচার করে চলেছে। তা তিনিই অকপটে কবিতার মাধ্যমে বিস্তার ঘটিয়েছেন। শারীরিক পীড়া শুধু পর্যদুস্ত করার চেষ্টা করেনি, সামাজিক ও রাজনৈতিক পীড়ন তাঁকে মানসিকভাবে পরাজিত করেছে। কাকেই বা দোষারোপ করবেন? আর এই পীড়া জয়ের লক্ষ্যে কিভাবে পৌঁছানো যাবে? শারীরিক অসুস্থতা না থাকলে তা অন্যরকম রূপ নিতো। অথচ তার সাম্রাজ্যে তিনি অপরাজেয় সম্রাট। যাকে কবিতা কখনো হারতে দেয়নি। জীবনের আস্বাদন এখানেই তিনি খুঁজে নিয়েছেন। বেঁচে থাকার রসদ কুড়িয়েছেন। অপরিসীম স্নেহ ও আশীর্বাদের অধিকারী কবি সোমনাথ। মায়ের আঁচল যাকে সর্বত্রই আগলে রাখার চেষ্টা করেছে। স্রষ্টার কাছে লড়াই করে ছেলের জন্য তা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এখানে তো সবাই পরাজিত। ভাগ্যের রহস্য এখানেই। আর এখানেই আমরা সকলেই কাবু। লড়াকু মা শঙ্করী দাসকে স্যালুট জানাই। সোমনাথকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, তাঁর সমস্ত ইচ্ছাকে জীবিত রাখার জন্য তাঁর কী করুণ প্রয়াস! কী করুণ আর্তি! হয়তো তা কখনোই কারও কাছে প্রকাশ করতে পারেননি। বলেই বা কী করবেন? এই লড়াইয়ের ভাগীদারই বা কে হবে? ছেলের জন্য মায়ের নীরব প্রচেষ্টায় কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করে সাহায্যের প্রয়াস। ট্রেনে বাদাম বিক্রি করে দুটো টাকা ছেলের হাতে তুলে দেওয়া সত্যিই হৃদয়বিদারক! এমন জন্মদাত্রী, যার অসীম লড়াই তাঁর ছেলেকে কখনো হারতে দেয়নি।একমাত্র আফসোস, এত প্রতিভাবান ছেলে স্বল্পায়ু নিয়ে এ পৃথিবীতে এসেছিলেন, যার জীবন বোন ম্যারো ক্যান্সারের নির্মম আঘাতে থমকে গিয়েছিল। তা না হলে হয়তো ছেলের হাত ধরে তিনি বিশ্বজয় করতেন। বেঁচে থাকুক সোমনাথ মা'র চোখের অশ্রুবিন্দুতে, বেঁচে থাকুক তাঁর প্রার্থনা, স্নেহ, গভীর ভালোবাসা ও আমৃত্যু আশীর্বাদে।কবি মুহা. আকমাল হোসেনের বন্ধু সোমনাথ। কবিতার গোপন কান্নার এক অনালোচিত অধ্যায়, বন্ধুত্বের নিগূঢ় প্রেম। বন্ধু ও তার কবিতাকে বাঁচিয়ে রাখা, তাঁর প্রতিটি ইচ্ছাকে জীবিত রাখার অক্লান্ত প্রচেষ্টা কবি মুহা. আকমাল হোসেন করে গেছেন। তাঁকে নিয়ে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, যা কিছুটা হলেও মা শঙ্করী দাসের মনে শান্তি ও মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করে গেছে।কালপুরুষের রেখাচিত্র এমন এক কাব্যগ্রন্থ, যা বন্ধুত্বকে স্মৃতির উজ্জ্বলতায় ধরে রাখার অমূল্য নিবেদন। বইটি আবেগ ও বন্ধুত্বের এক অনন্য মিশেল বলা চলে।স্মৃতিবিজড়িত এক নিখাদ স্মরণিকা। বইটি সংগ্রহের জন্য আবেদন রইল। সন্তান হারানোর বেদনায় কিছুটা হলেও প্রলেপ দিতে পারবে এই কাব্যগ্রন্থ; স্মৃতির পাতায় বাঁচিয়ে রাখবে তাঁর প্রিয় সন্তানকে।

কাঁটাতারে ঘেরা নবান্ন

চাতক বিদ্যুৎ

সেদিন ছিল কার্তিক থেকে অঘ্রায়ণ,
ঢেঁকি-ছাঁটা লাল চালে মিশেছিল;
গোয়ালের কাঁচা দুধের ঘ্রাণ।
আমি তখন বারান্দায়; আর
জ্বলন্ত উনুনের হাঁড়িটা-
মায়ের হাতের ছোঁয়ায় রান্নাঘরের
জানালা দিয়ে নবান্নকে করছিল
আমন্ত্রণ-
উঠোন পেরিয়ে
সবুজ থেকে মেঠোধুলির পথে।
সেদিনও আকাশে চাঁদ ছিল,
জোছনা মাখা উঠোনে ছিল -
ছিল ছোট্ট বাছুরটার ছুটোছুটি,
গোয়ালের গাই...

বুঝিনি সেদিন,
গোয়ালের গরুটা বারংবার লেজ
নেড়ে নেড়ে
দিয়েছিল কিসের ইঙ্গিত!
বাড়ির কোল ঘেঁষে বয়ে যাওয়া
নদীটা এখন
অনেক দূরে, রাস্তার পাশের পলাশ
গাছটা
আজ আর নেই। ফাগুন আসে ,
মাটির চিবুক ছুঁয়ে
পালাশের আগুন করে না আদর।
বিস্তির্ণ হিজল বন এখনো আছে,
এপার-ওপার, মাঝখানে কাঁটাতার;
এই বুঝি ছিল তার শেষ কথা।

বাপ্পাদের নিয়ম

অভীককুমার দে

বুকের দুধ ছাড়িয়ে আলগা খাওয়াবে এবার,
বাঙালের বড় বাচ্চাগুলো আরও বড় হবে।
সংস্কৃতির শুদ্ধিকরণের পর
বাপ্পাদের নিয়ম ভাঙলেই ফাঁকা পড়বে তের
পার্বণের প্রসাদ।

যে দিন বুঝবে জাত--
জাতের সুরেলা পাখি বিভীষণ
দুধ ভাত ভুলে দূতাবাসী
মুন্সিয়ানার লোভে বেচে দিয়েছে মুখের ভাষা,
সেদিন আটক শিবিরের জানালায় অচেনা দেশ
সূর্য ডুবিয়ে দেবে নিজের মতো।

সেদিন বাঙাল বাঙালি বাস করবে পাশাপাশি
এবং
নিজের মেদ খেয়েই ভঙ্গ করবে ব্রত।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 13-09-2026 22:34 Page 3

বঙ্গ সফরে রাজনাথ-নীতীন

পুরভোটার রুটম্যাপ

নয়া জামানাঃ পুজো মিটতেই কলকাতা, হাওড়া-সহ একাধিক পুরসভায় নির্বাচন। সেই ভোটকে সামনে রেখে জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বঙ্গ বিজেপি। দফায় দফায় চলছে বৈঠক। এই আবহেই রাজ্যে আসছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর তাঁর কলকাতায় আসার কথা রয়েছে। জানা গিয়েছে, একটি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গেও বৈঠকে বসবেন তিনি।একই সময়ে কলকাতায় থাকবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতীন নবীনও। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর দুদিনের বঙ্গ সফরে আসছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে থাকবেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক (সাংগঠনিক) বিএল সন্তোষ। উল্লেখ যোগ্য বিষয়, বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণার পর এটিই নীতীন নবীনের প্রথম বঙ্গ সফর। তার আগেই পূর্ণাঙ্গ রাজ্য কার্যকরী কমিটি ঘোষণা করেছে বঙ্গ বিজেপি রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের প্রায় ১৪ মাস পর। নতুন-পুরনো একাধিক নেতাকে দায়িত্ব দেওয়ার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকেও এই কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। গঠিত হয়েছে দলের কোর কমিটিও।জানা গিয়েছে, রাজনাথ সিং এবং নীতীন নবীন উভয়েই রাজ্য বিজেপির কোর কমিটি ও নতুন রাজ্য কমিটির সঙ্গে পৃথক বৈঠক করবেন। এই বৈঠকে মূলত পুরসভা নির্বাচনের রণকৌশল নিয়ে আলোচনা হতে পারে। পাশাপাশি আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত এক মাসব্যাপী চলবে সেবা প্রকল্প কর্মসূচি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে বিজেপি ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে একগুচ্ছ কর্মসূচির আয়োজন করেছে।

তৃণমূল ভাঙ্গনের জন্য দায়ী শোভনদেবঃ মদন

নয়া জামানা,কলকাতাঃ বিরোধী দলনেতা নির্বাচন ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কে এবার সরাসরি শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র। তাঁর অভিযোগ, বিরোধী দলনেতা হওয়ার লোভে সই জাল করেছেন প্রবীণ এই নেতা, এবং তাঁর কারণেই দলের মধ্যে ভাঙন দেখা দিয়েছে।মদন মিত্র প্রশ্ন তোলেন, কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এত কিছু সহ্য করলেন।

নাম না করেই তিনি শোভনদেবকে কটাক্ষ করে বলেন, বয়স্ক এই নেতা অন্য বিধায়কদের ব্যবহার করে জাল স্বাক্ষর জোগাড় করেছেন বলে তাঁর অভিযোগ।

তিনি বিষয়টি নিয়ে তদন্ত কমিশন গঠনের দাবিও তোলেন। এছাড়া শোভনদেবের রাজনৈতিক যাত্রা নিয়ে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, শুধু ধর্মীয় আচার পালন করেই বারবার দলের টিকিট পেয়েছেন তিনি। দু'জনের মধ্যে ব্যক্তিগত বাদানুবাদেরও ইঙ্গিত দেন মদন।প্রসঙ্গত, ভোটের ফল প্রকাশের পর বিরোধী দলনেতা পদে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করে বিধানসভায় একটি রেজোলিউশন জমা পড়ে, যাতে তৃণমূলের ৭০ জন বিধায়কের স্বাক্ষর ছিল। কিন্তু এর মধ্যে কয়েকজনের সইয়ে গরমিলের অভিযোগ ওঠায় বিতর্কের সূত্রপাত হয়। পুরনো স্বাক্ষরের সঙ্গে মিল না পাওয়ায় প্রশ্ন ওঠে। ঋতব্রত ব্যানার্জি ও আখ রুজ্জামানসহ একাধিক নেতা এরপর দলের নেতৃত্বের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করতে শুরু করেন।

সই জাল সংক্রান্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তের নির্দেশ আসে, এবং পরবর্তীতে ঋতব্রত ও সন্দীপান সাহাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। তার পরই তৃণমূল কার্যত দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

২৫২ মাদ্রাসা বন্ধের নোটিশ

খারিজি মাদ্রাসা নিয়ে সরব শমীক

নয়া জামানা,কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসাগুলির পরিকাঠামো যাচাই নিয়ে বড়সড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। প্রথম দফাতেই রাজ্যজুড়ে ২৫২টি মাদ্রাসা বন্ধের নোটিস জারি করা হয়েছে, এর পাশাপাশি আরও প্রায় ১০০টি মাদ্রাসাকে শোকজ করা হয়েছে। বন্ধের নোটিস পাওয়া মাদ্রাসাগুলির অধিকাংশই খারিজি মাদ্রাসা

বলে জানা গিয়েছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক। এই প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য স্পষ্ট জানিয়ে দেন, খারিজি মাদ্রাসাগুলি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত যথাযথ। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রসঙ্গ টেনে তিনি স্মরণ করান, বুদ্ধবাবুও একসময় মন্তব্য করেছিলেন যে মাদ্রাসায় জঙ্গি তৈরি হয়। সেই মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক তৈরি হলে দলের চাপে বুদ্ধদেবকে সেই অবস্থান থেকে সরে আসতে হয়েছিল বলে দাবি করেন শমীক। তিনি

বলেন, সেদিন যদি বামফ্রন্ট বুদ্ধদেবের কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনত, তাহলে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে বর্তমান পরিস্থিতি তৈরি হত না।শমীক আরও জানান, দেশে ধর্মের ভিত্তিতে কোনও ভেদাভেদ থাকা উচিত নয়, এবং প্রতিটি শিশুর জন্য সমান সুযোগ ও অভিন্ন মানের শিক্ষা নিশ্চিত করা জরুরি। শিক্ষা কোনও ধর্মীয় আচার-অনুশীলনের মাধ্যম নয়, বরং জ্ঞান, যুক্তিবোধ, বিজ্ঞানমনস্কতা ও মানবিকতার বিকাশের পথ বলে মন্তব্য করেন তিনি।সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ শমীক লেখেন, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড এবং তা কুসংস্কারমুক্ত রাখা প্রয়োজন। কোনও শিশুর ভবিষ্যৎ যেন তার ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত না হয়, সেটিই বিজেপির লক্ষ্য বলে জানান তিনি। দলের অবস্থান স্পষ্ট করে তিনি বলেন, তাঁদের লক্ষ্য এক দেশ, এক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

বাগেশ্বর বাবা মন্তব্যের প্রতিবাদ

কংগ্রেস-বিজেপি সংঘর্ষ

নয়া জামানাঃ বাগেশ্বর বাবার বিতর্কিত মন্তব্যের রেশ গড়াল থানা চত্বরেও। রবিবার ভবানীপুর থানার সামনে হাতাহাতিতে জড়াল কংগ্রেস ও বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা।দুর্গাপুজোয় বাঙালির আমিষ খাওয়া নিয়ে আপত্তিজনক মন্তব্য করেছিলেন মধ্যপ্রদেশের তরুণ সন্ন্যাসী বাগেশ্বর বাবা ওরফে ধীরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী।

তাঁর দাবি ছিল, পুজোয় যাঁরা আমিষ খান, তাঁরা পাখণ্ডী বা ভণ্ড ও অধার্মিক। এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহলে তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয়। প্রতিবাদস্বরূপ কলকাতায় কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা বাগেশ্বর বাবার ছবি পুড়িয়ে দেন। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী হুঁশিয়ারি দেন, সন্ন্যাসীর ছবি যাঁরা পুড়িয়েছেন তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই ঘোষণার পর অতনু দাস নামে এক কংগ্রেস কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়।রবিবার কংগ্রেসের দুই নেতা আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ও প্রদীপ প্রসাদকে ভবানীপুর থানায় তলব করা হয়। এর আগের রাতেই প্রদেশ কংগ্রেসের সাংগঠনিক রদবদলে প্রদীপ প্রসাদকে দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসের পদ থেকে সরানো হয়েছিল, যা নিয়ে দলের একাংশে

ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল।দুই নেতা থানায় হাজিরা দিতেই বাইরে অনুগামীরা বিক্ষোভ শুরু করেন। খবর পেয়ে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরাও ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে বাগেশ্বর বাবার অপমানের প্রতিবাদ জানান। দুপক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে তা হাতাহাতিতে গড়ায়। বিজেপি হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগ তোলে। বিজেপি নেতার অভিযোগ, কংগ্রেস আগে বাঙালিকে অপমান করেছে, অথচ মুখ্যমন্ত্রী নিজে মাছ দিয়ে ভোগ খেয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন পুজোর সঙ্গে আমিষ খাওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। পালটা আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এই ঘটনাকে সম্পূর্ণ চক্রান্ত বলে দাবি করে বলেন, বাংলায় এসে বাঙালিকে অপমান করা হয়েছে এবং তার প্রতিবাদ পথে নেমে করে দেখানো হবে।

গ্রামীণ হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি পদে নতুন দায়িত্বে সুব্রত বেরা

নয়া জামানাঃ দেশজুড়ে সংগঠন সৃজন কর্মসূচির পর বাংলায় জেলা সভাপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে এআইসিসি। শনিবার প্রকাশিত হয়েছে নতুন জেলা সভাপতিদের তালিকা। সেই তালিকায় গ্রামীণ হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি পদে পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন জেলা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেলেন বাণীবন গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেসের একমাত্র সদস্য তথা তরুণ নেতা সুব্রত বেরা।দীর্ঘদিন ধরে গ্রামীণ হাওড়ার বিভিন্ন এলাকায় কংগ্রেসের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত সুব্রত। পঞ্চায়েত স্তরে দলের একমাত্র নির্বাচিত সদস্য হিসেবে তিনি বর্তমানে বাণীবন গ্রাম পঞ্চায়েতে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করছেন। সেই অভিজ্ঞতাকেই এবার বৃহত্তর সাংগঠনিক পরিসরে কাজে লাগাতে চাইছে দল। তরুণ নেতার হাতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তুলে দেওয়ায়

কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে নতুন করে উৎসাহ তৈরি হয়েছে।তবে নতুন জেলা সভাপতির সামনে রয়েছে একাধিক চ্যালেঞ্জ। গ্রামীণ হাওড়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে দুর্বল হয়ে পড়া বুথস্তরের সংগঠনকে সক্রিয় করা, সাধারণ মানুষের সমস্যা ও দাবিদাওয়া নিয়ে ধারাবাহিক আন্দোলন গড়ে তোলা এবং তরুণ প্রজন্মকে দলের সঙ্গে যুক্ত করাই তাঁর অন্যতম প্রধান কাজ। একইসঙ্গে পুরনো কর্মীদের সঙ্গে নতুন প্রজন্মের কর্মীদের সমন্বয় ঘটিয়ে পঞ্চায়েত, অঞ্চল ও বুথস্তরে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করাও গুরুত্বপূর্ণ।আগামী দিনে রাজনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা এলাকায় কংগ্রেসের জনভিত্তি পুনরুদ্ধার করাও সুব্রতর কাছে বড় পরীক্ষা। তরুণ মুখকে সামনে রেখে গ্রামীণ হাওড়ায় সংগঠন পুনর্গঠনের এই সিদ্ধান্ত কতটা কার্যকর হয়।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 13-09-2026 22:34 Page 4

সম্পাদকীয়

১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। রবিবার

বৃষ্টি কি বিদায়? শরতের ডাক!

বর্ষার মেঘ কি এবার সত্যিই গুটিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে? আকাশের মুখ এখনও পুরোপুরি ভারমুক্ত নয় কিন্তু হাওয়া অফিসের বার্তা বলছে নাছোড় বৃষ্টির দাপট এবার ধীরে ধীরে কমার পথে। দক্ষিণবঙ্গের আকাশে ভারী বৃষ্টির সেই আতঙ্ক আপাতত নেই।আগামী চার-পাঁচ দিনে বৃষ্টির পরিমাণ আরও কমবে। অর্থাৎ দরজায় কড়া নাড়ছে শরৎ।তবে বাংলার আবহাওয়ার মেজাজ যে বড়ই খামখেয়ালি! এক মুহূর্তে রোদ, পরক্ষণেই কালো মেঘ, তারপর ঝমঝম বৃষ্টি এই চেনা বর্ষার চরিত্র এখনও পুরোপুরি বদলায়নি। ফলে বৃষ্টি বিদায়ের সুর বাজলেও ছাতা এখনই ঘরের কোণে তুলে রাখার সময় আসেনি।হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণ ছত্তিশগড়ের উপর অবস্থান করছে নিম্নচাপ।বাংলার উপর তার আর উল্লেখযোগ্য প্রভাব নেই। মৌসুমি অক্ষরেখাও বাংলার উপর সরাসরি সক্রিয় নয়।ফলে দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আপাতত অনেকটাই কমেছে। কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলায় অবশ্য বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। কোথাও কোথাও ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়াও বইতে পারে।এই পরিবর্তন শুধু আবহাওয়ার খবর নয়, বাংলার মানুষের কাছে এক স্বস্তির বার্তাও বটে। টানা বৃষ্টি মানেই শহরে জলজট, গ্রামে দুর্ভোগ, ভাঙা রাস্তা, যান চলাচলে সমস্যা, নিত্যদিনের কাজে ছন্দপতন। দক্ষিণবঙ্গের বহু মানুষ তাই আকাশের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছেন কবে একটু স্বস্তির রোদ উঠবে?সেই অপেক্ষার অবসান হয়তো খুব দূরে নয়।তবে উত্তরবঙ্গ এখনও স্বস্তিতে নেই।পাহাড়ি জেলাগুলিতে বৃষ্টির দাপট বজায় থাকবে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারের মতো জেলাগুলিতে আগামী কয়েক দিনেও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে।পাহাড়ে অতিবৃষ্টি মানেই ধসের আশঙ্কা, রাস্তা বিপর্যস্ত হওয়ার ভয়, নদী-নালায় জল বাড়ার শঙ্কা। তাই দক্ষিণবঙ্গে যখন শরতের আগমনী, উত্তরবঙ্গের পাহাড়ে তখনও বর্ষার রেশ।প্রকৃতির এই বৈপরীত্যই বাংলার আবহাওয়ার আসল সৌন্দর্য এক প্রান্তে শরতের নীল আকাশের অপেক্ষা, অন্য প্রান্তে মেঘের গর্জন। কোথাও কাশফুলের স্বপ্ন, কোথাও পাহাড়ি ঝরনার উচ্ছ্বাস।তবু প্রশ্ন থেকেই যায় এবার কি বর্ষা সত্যিই বিদায়ের পথে?হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস সেই সম্ভাবনাই জোরালো করছে। সোমবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ আরও কমবে। পরবর্তী পাঁচ দিনে বৃষ্টি আরও কমার ইঙ্গিত মিলেছে। অর্থাৎ, ধীরে ধীরে আকাশ পরিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে। বাতাসে শরতের গন্ধ আসতে শুরু করলেই বাঙালির মনও যে অন্য এক উৎসবের দিকে ছুটবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।কারণ শরৎ মানেই শুধু ঋতু বদল নয়।শরৎ মানেই কাশের দোলা, নীল আকাশ, সাদা মেঘের ভেলা আর পুজোর আগমনী সুর।তবে আবহাওয়ার পূর্বাভাসকে চূড়ান্ত বিদায়পত্র ভাবলে ভুল হবে। বর্ষা বিদায় নিলেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলতেই পারে।

জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের নতুন ভূমিকা

ড.মোহাঃ আতাউল ইসলাম
ডিরেক্টর, হেড অফ সায়েন্স
সিলিকোসায়েন্সিয়া প্রাইভেট লিমিটেড,
বেঙ্গালুরু

কম্পিউটার শুনলে আমাদের মনে আসে অঙ্ক কষা, গেম খেলা কিংবা টাইপ করার কথা। আর জীববিজ্ঞান বলতে আমরা বুঝি গাছপালা, কোষ কিংবা মানুষের শরীর। দীর্ঘদিন এই দুটিকে সম্পূর্ণ আলাদা দুই ক্ষেত্র বলে ধরা হত, যাদের একে অন্যের সঙ্গে বিশেষ যোগ নেই। কিন্তু গত কয়েক বছরে এই দুই ক্ষেত্র একসঙ্গে কাজ করতে শুরু করেছে, আর তার ফলে চিকিৎসা ও প্রাণের বিজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের ধারণা ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। আজ সহজ ভাষায় সেই যোগসূত্রের কথাই একটু আলোচনা করব।

এই যোগসূত্রের মূল জায়গাটি আগে বোঝা দরকার। আমাদের শরীর অসংখ্য ছোট ছোট উপাদান দিয়ে তৈরি। প্রতিটি কোষের ভেতরে থাকে এক ধরনের সংকেত, যাকে আমরা ডিএনএ বলি। এই ডিএনএর মধ্যেই লেখা থাকে আমাদের শরীর গড়ে ওঠার সমস্ত নির্দেশ। সেই নির্দেশ অনুযায়ী শরীর তৈরি করে প্রোটিন নামের কিছু উপাদান, যারা শরীরের প্রায় সব কাজ সামলায়। খাবার হজম করা থেকে রোগের সঙ্গে লড়াই, বেশিরভাগ কাজের ভারই এই প্রোটিনের উপর। অর্থাৎ প্রাণ এক অর্থে একটি ভাষায় লেখা তথ্যের ভান্ডার। আর তথ্যের মধ্যে থাকা নিয়ম ও সম্পর্ক খুঁজে বের করায় কম্পিউটার বিশেষভাবে দক্ষ। এখানেই দুই ক্ষেত্রের সংযোগ তৈরি হয়েছে।

এবার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কথা বলি। প্রোটিনগুলি আসলে শরীরের ভেতরের ছোট ছোট যন্ত্রের মতো কাজ করে। নিজের কাজ ঠিকমতো করার জন্য প্রতিটি প্রোটিন একটি নির্দিষ্ট আকৃতিতে নিজেকে গুটিয়ে নেয়, অনেকটা সুতো পাকিয়ে বিশেষ আকার নেওয়ার মতো। কোন প্রোটিন কী আকৃতি নেবে, তার উপরেই নির্ভর করে সে কী কাজ করবে। কিন্তু কেবল সংকেত দেখে আগে থেকে সেই আকৃতি নির্ণয় করা ছিল বিজ্ঞানের অন্যতম কঠিন সমস্যা। বিজ্ঞানীরা প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছেন। একটিমাত্র প্রোটিনের আকৃতি বের করতেই অনেক সময় কয়েক বছর লেগে যেত। এই পরিস্থিতিতে বড় একটি অগ্রগতি ঘটে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) কাজে লাগিয়ে তৈরি একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম, যার নাম আলফাফোল্ড, এই আকৃতিগুলি প্রায় নির্ভুলভাবে অনুমান করতে সক্ষম হয়। এর আগে এই আকৃতি নির্ণয়ের জন্য বিজ্ঞানীদের বড় বড় যন্ত্র ও অনেক খরচের উপর নির্ভর করতে হত, যা সবার সাধ্যের মধ্যে ছিল না। অথচ যে কাজে আগে বছরের পর বছর লাগত, এই প্রোগ্রাম তা করে দিতে পারে মাত্র কয়েক মিনিটে। শুধু তাই নয়, এটি পৃথিবীতে জানা প্রায় সমস্ত প্রোটিনের, সংখ্যায় যা কুড়ি কোটিরও বেশি, আকৃতি নির্ণয় করে এবং সেই তথ্য সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের জন্য বিনামূল্যে উন্মুক্ত করে দেয়। পঞ্চাশ বছরের একটি কঠিন সমস্যার সমাধান এভাবেই মেলে। বর্তমানে পৃথিবীর বহু দেশের লক্ষ লক্ষ গবেষক এই ব্যবস্থা কাজে লাগাচ্ছেন।

এই কাজের গুরুত্ব এতটাই যে ২০২৪ সালে তা নোবেল পুরস্কার পায়। সেই বছরটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ সে বছর পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন, দুটি নোবেলই যুক্ত ছিল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও বিজ্ঞানের সংযোগের কাজে। একটি পুরস্কার সম্মান জানায় সেইসব গবেষককে, যাঁরা এই প্রযুক্তির মূল ভিত গড়ে দিয়েছিলেন। আর একটি সম্মান জানায় তাঁদের, যাঁরা এই প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে প্রোটিনের গঠন বুঝেছেন এবং একেবারে নতুন প্রোটিন তৈরির পথও দেখিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সাহায্যে করা কোনও বৈজ্ঞানিক কাজ এর আগে এভাবে বিজ্ঞানের নোবেল পায়নি। এই স্বীকৃতি স্পষ্ট করে দেয় যে কম্পিউটার ও প্রাণের বিজ্ঞান এখন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

বিষয়টি কেবল প্রকৃতিকে বোঝার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বিজ্ঞানীরা এখন কম্পিউটার কাজে লাগিয়ে এমন প্রোটিনও তৈরি করতে পারছেন, যা আগে প্রকৃতিতে ছিল না। প্রয়োজন অনুযায়ী, নির্দিষ্ট কাজের জন্য তৈরি এইসব নতুন প্রোটিন থেকে ভবিষ্যতে আসতে পারে নতুন ওষুধ, উন্নত টিকা কিংবা দূষণ পরিষ্কার করার নানা উপায়। অর্থাৎ আমরা এখন কেবল প্রাণের তথ্য পড়ছি না, প্রয়োজনে নতুন কিছু তৈরি করার দিকেও এগোচ্ছি।

শুধু প্রোটিন নয়, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আজ প্রাণবিজ্ঞানের আরও নানা ক্ষেত্রেও কাজে লাগছে। আমাদের ডিএনএর দীর্ঘ সংকেত বিশ্লেষণ করে এই প্রযুক্তি অনেক সময় বলে দিতে পারে কোন অংশে কী তথ্য আছে এবং কোন মানুষের কোন রোগের ঝুঁকি বেশি। শরীরের কোষ কীভাবে কাজ করে কিংবা রোগ কীভাবে ছড়ায়, এমন জটিল প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেও এটি বিজ্ঞানীদের সাহায্য করছে। নতুন টিকা দ্রুত তৈরি করা কিংবা চাষের উপযোগী ভালো ফসল বেছে নেওয়ার কাজেও এর ব্যবহার শুরু হয়েছে। চিকিৎসার নানা স্ক্যান বা ছবি বিশ্লেষণ করে রোগের চিহ্ন খুঁজে বের করার কাজেও আজ এই প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ প্রাণ নিয়ে আমাদের গবেষণার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই প্রযুক্তি নতুন সহায়তা যোগ করছে।

এর প্রভাব আমাদের জীবনে যথেষ্ট গভীর হতে পারে। বহু রোগ আসলে তখনই দেখা দেয়, যখন শরীরের কোনও একটি প্রোটিন ঠিকমতো কাজ করে না। তাই প্রোটিনের আকৃতি ও আচরণ বুঝতে পারলে রোগের প্রকৃত কারণ বোঝা অনেক সহজ হয়। যেমন কোনও ওষুধ শরীরের ঠিক কোন অংশকে লক্ষ্য করে কাজ করবে, তা আগে থেকে অনেকটা বোঝা সম্ভব হচ্ছে। এতে যেমন দ্রুত নতুন ওষুধ তৈরির পথ খোলে, তেমনই রোগ আগেভাগে নির্ণয় করা, জিন বুঝে চিকিৎসা করা কিংবা প্রতিটি রোগীর জন্য আলাদা চিকিৎসা ঠিক করার সম্ভাবনাও ধীরে ধীরে বাস্তব হয়ে উঠছে। ফলে যে ওষুধ তৈরিতে আগে বহু বছর ও বিপুল খরচ লাগত, তা কিছুটা দ্রুত ও কম খরচে সম্ভব হওয়ার আশা তৈরি হচ্ছে।

এর আরও একটি ইতিবাচক দিক আছে। এই প্রযুক্তির অনেক কিছুই যেহেতু সবার জন্য বিনামূল্যে উন্মুক্ত করা হয়েছে, তাই ছোট গবেষণাগার কিংবা কম সম্পদের দেশের বিজ্ঞানীরাও আজ এটি কাজে লাগাতে পারছেন। যে জ্ঞান একসময় শুধু বিপুল অর্থ ও বড় যন্ত্রপাতির নাগালে সীমাবদ্ধ ছিল, তা এখন অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে। গবেষণার সুযোগ এভাবে ছড়িয়ে পড়া বিজ্ঞানের জন্য নিঃসন্দেহে একটি বড় লাভ। এর ফলে সুযোগ আর কেবল অল্প কিছু মানুষের হাতে আটকে থাকছে না।

তবে বাস্তবতা মাথায় রাখাও জরুরি। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যা জানায়, তা মূলত একধরনের অনুমান ও পরামর্শ। সেই অনুমান প্রকৃত গবেষণাগারে পরীক্ষা করে এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকের যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে নিশ্চিত করার আগে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করা উচিত নয়। এই প্রযুক্তি আসলে একটি শক্তিশালী সহায়ক, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। মানুষের ধৈর্য, বিচারবুদ্ধি ও সততা ছাড়া বিজ্ঞান সঠিক পথে এগোতে পারে না। তাই আগ্রহের পাশাপাশি সতর্কতাও সমান জরুরি।

বহু বছর ধরে মানুষ জানতে চেয়েছে, প্রাণ আসলে কীভাবে কাজ করে। আজ এই অনুসন্ধানে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এক নতুন ধরনের সহায়ক, যা বিপুল পরিমাণ তথ্য থেকে শিখে নিতে পারে এবং এমন অনেক সম্পর্ক খুঁজে পায় যা সহজে চোখে পড়ে না। প্রাণবিজ্ঞান ও এই প্রযুক্তির যৌথ পথচলা সবে শুরু হয়েছে। একে দায়িত্বের সঙ্গে ও সততার সঙ্গে কাজে লাগাতে পারলে ভবিষ্যতে বহু রোগের চিকিৎসা সহজ হতে পারে এবং এমন অনেক প্রশ্নের উত্তর মিলতে পারে, যা এতদিন আমাদের অজানা ছিল। সঠিক ব্যবহারই ঠিক করে দেবে এই সম্ভাবনা আমরা কতটা কাজে লাগাতে পারব।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 13-09-2026 22:34 Page 5

ট্রেনে হকারি বন্ধের প্রতিবাদে ছাতনা স্টেশনে বিক্ষোভ, স্মারকলিপি প্রদান হকারদের

রাখি গরাই, নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে নতুন রাজনৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরই বাঁকুড়ার আদ্রা ডিভিশনে ট্রেনে হকারি পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রায় এক মাস ধরে ট্রেনগুলিতে হকারদের উঠতে দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি নিয়ম অমান্য করে ট্রেনে উঠলে হকারদের ২ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হচ্ছে বলে আন্দোলনকারীদের দাবি। আচমকা এই সিদ্ধান্তে রুজি-রোজগার হারিয়ে তীব্র আর্থিক সংকটের মুখে পড়ে রাজপথে নামতে বাধ্য হয়েছেন আদ্রা ডিভিশনের প্রায় হাজার হাজার হকার। এই চরম সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এবং পুনরায় ট্রেনে হকারির অনুমতি প্রদানের দাবিতে শনিবার বাঁকুড়ার ছাতনা স্টেশন মাস্টারের কাছে একটি ডেপুটেশন জমা দেন আন্দোলনরত হকাররা। তাঁদের অভিযোগ, দেশের অন্যান্য রেলওয়ে ডিভিশনে হকারদের প্রতি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি রাখা হলেও কেবল আদ্রা ডিভিশনেই তাঁদের ওপর এই কঠোর নিষেধাজ্ঞা চাপানো হয়েছে। হকারদের দাবি, দ্রুত এই জরিমানা প্রথা পুনর্বিবেচনা করে তাঁদের জীবিকা অর্জনের সুযোগ ফেরত দিতে হবে।এই বিষয়ে বাঁকুড়া জেলা সংখ্যালঘু মোর্চার সাধারণ সম্পাদক শেখ সিরাজ জানান, প্রায় ৪০০ জন হকারের রুটি-রুজির কথা ভেবে জেলার সমস্ত জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কাছে লিখিত ভাবে বিষয়টি জানানো হয়েছে এবং দ্রুত ইতিবাচক সমাধানের আশা করা হচ্ছে। অন্যদিকে বাঁকুড়া জেলা বিএমএস-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি রুদ্রাক্ষ দত্ত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ছাতনা স্টেশন মাস্টারে ডেপুটেশন দেওয়ার পরও যদি সমস্যা না মেটে, তবে আগামীতে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন।

নদীতে রাতের অন্ধকারে বেআইনি বালি খনন, মিনাখাঁয় গ্রেপ্তার ৬ পাচারকারী

নয়া জামানা, বসিরহাট ঃ বিদ্যাধরী নদী থেকে রাতের অন্ধকারে বেআইনিভাবে বালি কেটে পাচারের অভিযোগে ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে মিনাখাঁ থানার পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।পুলিশ সূত্রে খবর, বেশ কয়েকদিন ধরেই খবর আসছিল যে রাতের সুযোগ নিয়ে বিদ্যাধরী নদী থেকে বালি কেটে নৌকায় করে অন্যত্র পাচার করা হচ্ছে। সেই খবরের ভিত্তিতে নজরদারি বাড়ানোর পর শনিবার রাতে নদী সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযানের সময় ঘটনাস্থলে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় এবং সেখান থেকেই হাতেনাতে গ্রেফতার হয় এই ছয়জন। তবে অভিযান চলাকালীন পাচারকারীদের একটি নৌকা নিয়ে কয়েকজন দুষ্কৃতী দ্রুত এলাকা থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।
ধৃতদের রবিবার বসিরহাট আদালতে পেশ করা হয়। এই বালি পাচারচক্রের জালে আর কারা জড়িত এবং নদী থেকে বেআইনিভাবে বালি তোলার পেছনে মূল চক্রী কারা, তা জানতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে মিনাখাঁ থানার পুলিশ। সেই সঙ্গে বাকি অভিযুক্তদের সন্ধানে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। নদী থেকে এ ধরনের অনিয়ন্ত্রিত ও বেআইনি বালি উত্তোলন বন্ধ করতে আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন পুলিশকর্তারা।

ময়নাগুড়িতে মারুতি ভ্যান থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ গাঁজা, গ্রেফতার ২

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ গোপন সূত্রের খবরে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা সহ দুই যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। গত ১৩ই সেপ্টেম্বর, রবিবার ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ইন্দিরা মোড় সংলগ্ন ময়নাগুড়ি-চ্যাংড়াবান্ধা সার্ক রোডে একটি সন্দেহভাজন মারুতি ভ্যান আটক করে। দিনহাটার দিক থেকে আসা গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে সাতটি প্যাকেটে মুড়ে রাখা আনুমানিক ১৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়।
পরবর্তীতে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে গাঁজার প্যাকেটগুলি গাড়ি থেকে নামানো হয়।
আটক হওয়া দুই যুবকের বাড়ি নিশিগঞ্জ বাগমারা সাত মাইল এলাকায়। তাদের নাম বিনয় বর্মন ও দীপঙ্কর বর্মন। চালক সহ ওই দুই অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে এবং পাচারে ব্যবহৃত মারুতি ভ্যানটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই মাদকের উৎস কোথায় এবং এই আন্তর্জাতিক পাচার চক্রের সঙ্গে আর কারা যুক্ত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে।

শিক্ষক দিবস উদযাপনে বিজেপির মঞ্চে তৃণমূল !

বিতর্কে টিচার্স সেল

নয়া জামানা, মালদা ঃ রাজ্য নেতৃত্বের 'দরজা বন্ধ' বার্তার মধ্যেই বিজেপির শিক্ষক দিবস উদযাপনের মঞ্চে তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠনের নেতা ও সদস্যদের উপস্থিতি ঘিরে মালদহে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমিক ভট্টাচার্য বারবার জানিয়েছেন, তৃণমূলের কোনও পদাধিকারী বা সদস্যকে দলে নেওয়া হবে না। অথচ পুরাতন মালদায় বিজেপি টিচার্স সেলের অনুষ্ঠানে প্রথম সারিতে দেখা গেল তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠনের একাধিক নেতা ও সদস্য কে।আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিজেপির সুশাসন বিভাগের উত্তরবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত আহ্বায়ক কাজল গোস্বামী।তাঁর প্রশ্ন, রাজ্য নেতৃত্ব যখন তৃণমূলের জন্য দরজা বন্ধ রাখার কথা বলছেন,তখন বিজেপির শিক্ষক সংগঠনের অনুষ্ঠানে তৃণমূলের শিক্ষক নেতা ও সদস্যদের উপস্থিতি কীভাবে সম্ভব?শুধু তাই নয়,বিজেপির টিচার্স সেল এবং আরএসএস-এর শিক্ষক সংগঠন এবিআরএসএম দুই সংগঠনকে ঘিরেও শিক্ষক শিক্ষিকা মহলে তৈরি হয়েছে নানা প্রশ্ন।কোন সংগঠন প্রশাসনিক স্তরে বেশি গুরুত্ব পাবে তা নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে বলে দাবি।রবিবার সাহাপুরের একটি বেসরকারি হোটেলে বিজেপি টিচার্স সেলের উদ্যোগে শিক্ষক দিবস পালিত হয়। উপস্থিত ছিলেন উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু, দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অজয় গাঙ্গুলি, শ্যামচাঁদ ঘোষ-সহ বিজেপি নেতৃত্ব। বিশিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংবর্ধনার পাশাপাশি আয়োজন করা হয় বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির।সংগঠনের সদস্যদের জন্য বেসরকারি নার্সিংহোমের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় ছাড়ের ঘোষণাও করা হয়।যদিও যাবতীয় বিতর্ক উড়িয়ে দিয়েছেন বিজেপি টিচার্স সেলের সহকারী আহ্বায়ক দেবদুলাল বড়ুয়া।তাঁর দাবি, এবিআরএসএম অরাজনৈতিক সংগঠন।ফলে কোনও সমস্যা নেই।একই সুর অজয় গাঙ্গুলীর গলাতেও।তাঁর বক্তব্য,দুটি সংগঠন থাকলেও সাংগঠনিকভাবে কোনও সংঘাত হবে না।তবে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে একই শিক্ষক সমাজের সামনে বিজেপির মঞ্চে তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠনের নেতা ও সদস্যদের উপস্থিতি কি নিছক সৌজন্য নাকি মালদায় বিজেপির তৃণমূলীকরণের ইঙ্গিত ?

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 13-09-2026 22:34 Page 6

কমিউনিটি হেলথ অফিসার পদে দ্রুত নিয়োগের দাবী চাকরী প্রার্থীদের

নয়া জামানা, মালদা ঃ জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে কন্ট্রাকচুয়াল কমিউনিটি হেলথ অফিসার বা সিএইচও নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার দাবিতে সরব হলেন চাকরিপ্রার্থীরা। অল এনএইচএম কমিউনিটি হেলথ এ্যাসপির ্যান্ট এর পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর নির্দেশিকা অনুযায়ী, জেলা স্তরের সিলেকশন কমিটির মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় সিএইচও নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। জেলা ভিত্তিক শূন্যপদের তালিকায় মোট ৩, ১৬৫টি সিএইচও পদ উল্লেখ রয়েছে।

এরপর একাধিক জেলায় ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন, লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউ এবং ফল প্রকাশের মতো বিভিন্ন ধাপ সম্পন্ন হয়েছে। ইতিমধ্যেই ঝাড়গ্রাম, বিষ্ণুপুর, কালিম্পং ও মালদা জেলায় চূড়ান্ত মেরিট লিস্ট প্রকাশিত হয়েছে। নির্বাচিত প্রার্থীদের সিপিসিএইচ ট্রেনিং আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে শুরু হওয়ার কথা।

তবে এখনও বেশ কয়েকটি জেলার নিয়োগ প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ।কোথাও ইন্টারভিউ বাকি, কোথাও লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়নি। আবার কোথাও ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন শেষ হলেও পরবর্তী ধাপ শুরু হয়নি। ফলে দীর্ঘ অপেক্ষায় থাকা প্রার্থীদের মধ্যে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা।

এই পরিস্থিতিতে উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু-র কাছে ডেপুটেশন দেন প্রার্থীরা। দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করার দাবি জানানো হলে সাংসদ বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন। প্রার্থীদের দাবি, নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাওয়ার পর আর বিলম্ব নয়।বাকি জেলাগুলিতেও দ্রুত, স্বচ্ছ ও নিয়ম মেনে সিএইচও নিয়োগ সম্পন্ন করা হোক।

মুচিয়ায় ১৬ লক্ষাধিক টাকা খরচে রাস্তা, ড্রেন ও শৌচাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

নয়া জামানা, পুরাতন মালদাঃ পুরাতন মালদা পঞ্চায়েত সমিতির অর্থানুকূল্যে মুচিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নজরপুর গ্রামে একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সূচনা হল। মঙ্গলবার ১৬ লক্ষ ২০ হাজার টাকা মোট বরাদ্দে নতুন রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন মালদা বিধানসভার বিধায়ক গোপাল চন্দ্র সাহা। শুধু রাস্তা ও ড্রেনই নয়, স্থানীয় এলাকাবাসীদের দীর্ঘদিনের স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত চাহিদার কথা মাথায় রেখে মুচিয়ার গোলাপটি এবং বারুইপাড়া এলাকায় দুটি আধুনিক সুলভ শৌচাগারও এদিন সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করা হয়। গ্রামাঞ্চলে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে এই ড্রেন ও রাস্তা নির্মাণ বিশেষ ভূমিকা নেবে। এর ফলে বর্ষাকালে জলযন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাবেন নজরপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দারা। অন্যদিকে, নবনির্মিত সুলভ শৌচাগার দুটি ব্যবহারের ফলে গোলাপটি ও বারুইপাড়ার বাসিন্দারা এক পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ পাবেন বলে আশাপ্রকাশ করেছেন উদ্যোক্তারা। বিধায়ক জানান, গ্রামীণ পরিকাঠামোর সার্বিক রূপান্তর ও মানুষের মৌলিক সুবিধা প্রদানই তাঁদের মূল লক্ষ্য। উদ্বোধনী এই বিশেষ অনুষ্ঠানে বিধায়ক গোপাল চন্দ্র সাহার পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন পুরাতন মালদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুম্পা রাজবংশী, জেলা পরিষদ সদস্য জ্যোৎস্না সরকার, মুচিয়া

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পলি দাসসহ স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। উন্নয়নমূলক এই পদক্ষেপে এলাকাবাসীদের মধ্যে আনন্দের আবহ তৈরি হয়েছে।

মালদায় গঙ্গার কোপে জলবন্দি হাজার হাজার মানুষ, ত্রাণ বণ্টনে বিলাইমারিতে চরম বঞ্চনার ক্ষোভ

নয়া জামানা, মালদা ঃ গঙ্গা ও ফুলহর নদীর জল বাড়তেই মালদার রতুয়া-১ ব্লকের মহানন্দটোলা ও বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা প্লাবিত হয়ে পড়েছে। টানা কয়েকদিন ধরে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলের তলায় থাকলেও ত্রাণ পৌঁছানো নিয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে চরম বঞ্চনার অভিযোগ তুলেছেন বিলাইমারির বন্যাদুর্গত বাসিন্দারা। তাদের দাবি, সরকারি সমস্ত সাহায্য ও প্রশাসনিক নজর কেবল মহানন্দটোলার দিকেই সীমাবদ্ধ রয়েছে, অথচ বিলাইমারির জলবন্দি মানুষদের কার্যত ভাসিয়ে রাখা হয়েছে।স্থানীয় সূত্রের খবর, বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬টি বুথের অধিকাংশ এলাকাই এখন হাঁটু থেকে কোমর জলে নিমজ্জিত। ঘরবাড়ি ছেড়ে বহু পরিবার উঁচু জায়গায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। দুর্গতদের অভিযোগ, মহানন্দটোলার পশ্চিম রতনপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় সরকারি ত্রাণের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোও সাহায্য পৌঁছে দিচ্ছে। এমনকি বিভিন্ন প্রশাসনিক আধিকারিক, স্থানীয় সাংসদ ও বিধায়করাও মহানন্দটোলা ঘুরে দেখেছেন। কিন্তু বিলাইমারির জলমগ্ন গ্রামগুলোতে এখনও পর্যন্ত কোনও জনপ্রতিনিধি বা সরকারি আধিকারিকের দেখা মেলেনি।ত্রাণের পাশাপাশি যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা নিয়েও তৈরি হয়েছে তীব্র ক্ষোভ। বন্যাকবলিত বিলাইমারিতে জরুরি প্রয়োজনে বা উদ্ধারকাজের জন্য কোনও সরকারি নৌকার ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে অসুস্থ ব্যক্তি, শিশু ও বয়স্কদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে গিয়ে চরম বিপাকে পড়তে হচ্ছে পরিবারগুলোকে। বাধ্য হয়েই নিজেদের পকেটের অতিরিক্ত টাকা খরচ করে বেসরকারি নৌকায় পারাপার করতে হচ্ছে তাদের।বিলাইমারির অসহায় বন্যাদুর্গতদের দাবি, আর কোনও দ্বিমুখী নীতি নয়, অবিলম্বে তাদের এলাকায় পর্যাপ্ত সরকারি ত্রাণ পাঠাতে হবে। একই সঙ্গে যাতায়াতের সংকট মেটাতে দ্রুত নিখ রচায় সরকারি নৌকা চালু করার এবং দুর্গত এলাকায় প্রশাসনিক নজরদারি বাড়ানোর তীব্র দাবি জানিয়েছেন তারা।

কালিন্দীর জলে ভাসল রতুয়া, ত্রাণ না মেলার অভিযোগে ক্ষুব্ধ বিধায়ক

নয়া জামানা, মালদাঃ কালিন্দী নদীর জলস্তর আচমকা বৃদ্ধি পাওয়ায় মালদার রতুয়া-১ ব্লকের বাহারাল অঞ্চলের ছয়টি বুথ এলাকায় ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। জল প্লাবিত করেছে বাহাড়ালের বৈকুণ্ঠপুর, মালদাপট্টি, ডাড়া এবং দক্ষিণ সাহাপুর সহ একাধিক গ্রাম। মূল রাস্তাঘাট জলের তলায় তলিয়ে যাওয়ায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ওই এলাকাগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থা। রবিবার বন্যাকবলিত এই অঞ্চলগুলি পরিদর্শনে যান মালতীপুরের তৃণমূল বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য রিয়াজুল করিম বক্সী এবং তৃণমূল ব্লক সভাপতি অজয় সিনহা সহ অন্যান্য দলের নেতা-কর্মীরা। পরিদর্শনের সময় তাঁরা দুর্গত মানুষের ক্ষোভ ও সমস্যার কথা শোনেন। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ জানান, তাঁদের

কাছে এখনও পর্যন্ত পর্যাপ্ত সরকারি ত্রাণ এসে পৌঁছায়নি। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী প্রশাসন ও স্থানীয় ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি অভিযোগ তোলেন, দুর্গতদের জন্য সরকারি ত্রাণের বন্টন একেবারেই পর্যাপ্ত নয়। এমনকি রতুয়ার স্থানীয় বিধায়ক সমর মুখার্জির কাছে পাঠানো ত্রাণও প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে পৌঁছচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। বিধায়ক জানান, দুর্গত মানুষের কাছে দ্রুত ত্রাণ ও সাহায্য পৌঁছানোর জন্য তিনি এই গোটা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে জেলা প্রশাসনের নজরে আনবেন।

পুরুলিয়ায় প্রেমিকাকে খুন করে বাইকে দেহ লোপাটের চেষ্টায় ধৃত যুবক

নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ প্রেমে টানাপোড়েন, আর এর জেরেই খুন। পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডিতে এক তরুণীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করে বস্তাবন্দি দেহ লোপাটের চেষ্টা বানচাল করল পুলিশ। শনিবার রাতে মাঝপথে ধরা পড়ে যায় অভিযুক্ত প্রেমিক অমিত কুমার মাহাতো (২৩)। পুরুলিয়া জেলা আদালত রবিবার তাকে ৯ দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঘমুণ্ডি থানার হুড়ুমদা গ্রামের বাসিন্দা অমিত পুরুলিয়া শহর লাগোয়া টামনা এলাকার একটি মেসে থেকে চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছিল। একই কোচিং সেন্টারে পড়ার সূত্রে বুড়দা গ্রামের প্রিতিকা মাহাতোর (২১) সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল।

জাতীয় ফুটবলে রানার্স বঙ্গদল, জামালপুরের

কৃতি সুরোজকে বিশেষ সংবর্ধনা

সুজিত দত্ত, নয়া জামানা, পূর্ব বর্ধমানঃ অনূর্ধ্ব-১৬ জাতীয় ড. বি. সি. রায় চ্যাম্পিয়ন ট্রফিতে অসাধারণ পারফর্ম করে নজর কাড়ল বর্ধমানের জামালপুরের গুড়েঘর হাই স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র সুরোজ হালদার। ব্যাঙ্গালুরুতে

অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় ফাইনালে মণিপুরের কাছে পরাজিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ দল রানার্স হলেও, পুরো টুর্নামেন্টে সুরোজের ভূমিকা ছিল চোখে পড়ার মতো। সে নিজে একটি গোল করার পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে আরও চারটি গোল করিয়েছে। শনিবার সকালে ব্যাঙ্গালুরু থেকে নিজের এলাকায় ফেরামাত্রই গুড়েঘর হাই স্কুলের পক্ষ থেকে সুরোজকে এক বিশেষ সংবর্ধনা জানানো হয়। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুজিত ধাড়া জানান, সুরোজের এই অর্জনে তারা অত্যন্ত গর্বিত এবং এই সাফল্য বিদ্যালয়কে গৌরবান্বিত করেছে। তার এই পথচলা স্কুলের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদেরও ফুটবলের প্রতি আরও উৎসাহিত করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।বর্তমানে মোহনবাগানের জুনিয়র দলে খেলছে সুরোজ। এছাড়া তার এই সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের পর ব্যাঙ্গালুরুর একটি এএফসি ক্লাব থেকেও খেলার প্রস্তাব এসেছে বলে বিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

সুরোজের এই কৃতিত্বে উচ্ছ্বসিত তার স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে শুরু করে গোটা জামালপুর এলাকা। আগামী দিনে জাতীয় ফুটবলে সে আরও বড় ভূমিকা নেবে বলেই আশাবাদী সবাই।

৭

ভুবনজোড়া

১৩ সেপ্টেম্বর ।। ২০২৬

নয়া জামানা

পেজেস্কিয়ানের হুঁশিয়ারির পরই ইরানি বাণিজ্যতরীতে হামলা, মৃত ১

নয়া জামানা ঃ শনিবার ব্রিকস সম্মেলনের মাঝেই হরমুজ প্রণালী নিয়ে আমেরিকাকে বার্তা দিয়েছিলেন ইরানি প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেস্কিয়ান। ঠিক তারপরই পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ জলপথে তেহরানের একটি বাণিজ্যতরীর উপর হামলা চলল হামলা। কিন্তু কে বা কারা এই হামলা চালাল, তা স্পষ্ট নয়। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১ জনের।ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, রবিবার ভোর ৫টা নাগাদ হাঙ্গাম ও কেশম দ্বীপের উপকূলে একটি ইরানি বাণিজ্যতরীতে আছড়ে পড়ে ক্ষেপণাস্ত্র। মুহূর্তেই আগুন লেগে যায় জাহাজটিতে। বাণিজ্যতরীতে কতজন ছিলেন, তা জানা যায়নি। তবে এই হামলার জেরে প্রাণ হারিয়েছেন একজন। আহতের সংখ্যা ৩। মনে করা হচ্ছে এই হামলার নেপথ্যে রয়েছে মার্কিন সেনা।

অন্যদিকে, হরমুজ প্রণালীর বৃহত্তম দ্বীপ কেশমের আশপাশেও বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া গিয়েছে।প্রসঙ্গত, শনিবার ব্রিকসের মাঝেই নয়াদিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন পেজেস্কিয়ান। হরমুজ খোলা নিয়ে একগুচ্ছ শর্ত আরোপ করেন তিনি। পেজেস্কিয়ান সাফ জানিয়ে দেন, যতদিন আমেরিকা ইরানের উপর চাপ সৃষ্টি করে যাবে, ততদিন প্রণালী বন্ধই থাকবে। ইরানি প্রেসিডেন্টের গর্জন, হরমুজে মার্কিন অবরোধ প্রত্যাহার করতে হবে। পাশাপাশি, প্রত্যাহার করতে হবে তেহরানের উপর জারি করা সমস্ত নিষেধাজ্ঞাও। এই পরিস্থিতিতে হরমুজে ফের হামলার মুখে পড়ল আরও একটি ইরানি বাণিজ্যতরী।

মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা! ব্যঙ্গাত্মক পোস্টে চাঞ্চল্য সিজেপি প্রতিষ্ঠাতার

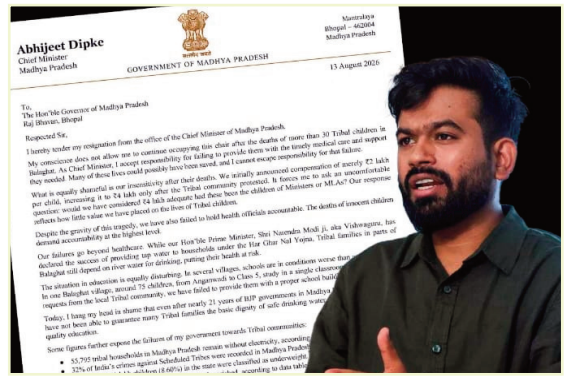

নয়া জামানা,মধ্যপ্রদেশ ঃ আমি অবিলম্বে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করছি... মধ্যপ্রদেশের জনগণের সেবা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।রবিবার সমাজমাধ্যমে এমনই এক পোস্ট করে হইচই ফেলে দিলেন ককরোচ জনতা পার্টি(সিজেপি)-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। প্রশ্ন উঠেছে, সিজেপি নেতা আদৌ কবে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হলেন? আসলে বিজেপি সরকার ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবকে কটাক্ষ করেই এই পোস্ট করেন দীপকে।শনিবার বালাঘাটে সংক্রমণে মৃত এক আদিবাসী শিশুর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান তিনি। কয়েকটি গ্রাম ঘুরে সেখানকার স্বাস্থ্যব্যবস্থার হাল খতিয়ে দেখার সময় হেনস্থার মুখে পড়েন তিনি। একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আসে, যেখানে দেখা যায়, কয়েকজন সোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার তাঁর গাড়ি

থামিয়ে প্রশ্ন করছেন, তিনি কি লাশের রাজনীতি করতে রাতে এসেছেন। দীপকে ক্ষমা চাইলেও পরিস্থিতি উত্তপ্ত বচসায় গড়ায় এবং সমর্থকরা তাঁকে অন্য গাড়িতে সরিয়ে নিয়ে যান।এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রাজ্যপাল মঙ্গুভাই পটেলকে উদ্দেশ্য করে একটি জাল ইস্তফাপত্র পোস্ট করেন দীপকে। মোহন যাদবের বয়ানে লেখা চিঠিতে বালাঘাটে ৩০-এর বেশি আদিবাসী শিশুর মৃত্যু, সামান্য আর্থিক সাহায্য, শিক্ষা-বিদ্যুৎ-পুষ্টির ঘাটতি এবং তফসিলি উপজাতিদের বিরুদ্ধে অপরাধ সংক্রান্ত সরকারি ও এনসিআরবি পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়।

পরোক্ষে যাদবের ইস্তফার দাবি তোলে সিজেপি। জবাবে দলেরই মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা কটাক্ষ করে লেখেন, দীপকে দায়িত্ব থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন।

বালোচিস্তানে ফের পাক সেনার কনভয়ে রক্তাক্ত হামলা,নিহত ২৩ জওয়ান

নয়া জামানা ঃ ফের উত্তপ্ত বালোচিস্তান। পাকিস্তান সেনার কনভয়ে ভয়াবহ হামলায় প্রাণ হারালেন অন্তত ২৩ জন জওয়ান। আহত হয়েছেন আরও বহু সেনাসদস্য। রবিবার বালোচিস্তানের লাসবেলা জেলার এন-২৫ জাতীয় সড়কে এই হামলা চালানো হয়। সূত্রের খবর, লাসবেলার কাশারী এলাকায় ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের পনেরোটি গাড়ির কনভয় লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। ব্যাপক বিস্ফোরণের পাশাপাশি একাধিক গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। হামলার পরই ওই জাতীয় সড়ক বন্ধ করে দেয় পাক প্রশাসন। এলাকায় পাঠানো হয়েছে বিপুল সংখ্যক সেনা, শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান।এখনও কোনও সংগঠন হামলার দায় স্বীকার না করলেও, অনুমান করা হচ্ছে এর নেপথ্যে রয়েছে বালোচ বিদ্রোহীরাই। উল্লেখ্য, এন-২৫ জাতীয় সড়ক করাচি ও কোয়েটাকে যুক্ত করা বালোচিস্তানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত করিডর, যেখানে আগেও

একাধিকবার পাক সেনার উপর হামলা হয়েছে।বালোচ লিবারেশন আর্মি দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে। এর আগে বিদ্রোহীরা বালোচিস্তানের ৮৫ শতাংশ এলাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে বলে দাবি করে স্বাধীন বালোচিস্তান ঘোষণা করেছিল, এবং সেনা পাঠালে কড়া জবাবের হুঁশিয়ারিও দিয়েছিল। বিরাট সেনাবাহিনী নিয়েও এই অঞ্চলে বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হচ্ছে ইসলামাবাদ। পালটা গুম, হত্যা ও নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে পাক সেনার বিরুদ্ধেও।চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর তৈরির পর থেকেই খনিজ সমৃদ্ধ বালোচিস্তানে অস্থিরতা বেড়েছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, প্রদেশের সম্পদ লুট করছে পাক প্রশাসন, বিনিময়ে জুটছে শুধু দারিদ্র ও নির্যাতন। তারই প্রতিবাদে স্বাধীনতার লড়াই আরও তীব্র হয়ে উঠছে সেখানে।

ব্রিকস মঞ্চে চিনকে বার্তা, প্রযুক্তি খনিজ নিয়ন্ত্রণে সরব প্রধানমন্ত্রী

নয়া জামানা ঃ ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের দ্বিতীয় ও শেষ দিনে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের উপস্থিতিতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, প্রযুক্তি ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হলে তা বিশ্বের সার্বিক অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করবে।

যদিও তিনি সরাসরি কোনও দেশের নাম নেননি, তবু এই মন্তব্য যে বেজিংয়ের প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ, তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। কারণ বিশ্ববাজারে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ও বিরল মৃত্তিকা তথা রেয়ার আর্থ মিনারেলসের সরবরাহে চিনের একচেটিয়া আধিপত্য রয়েছে।মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন,প্রযুক্তি ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজকে হাতিয়ার করা আমাদের মিলিত অগ্রগতিকে বাধাপ্রাপ্ত করতে পারে। তাই আমরা প্রযুক্তির গ্রহণের ক্ষেত্রে সকলকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টির উপর জোর

দিয়েছি। আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যযুদ্ধ পরিস্থিতিতে গত বছর চিন বিরল খনিজ এবং উন্নত প্রযুক্তি উৎপাদনে জরুরি অন্যান্য কাঁচামালের রফতানিতে কড়া নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিল। পরবর্তীতে অবশ্য সেই বিধিনিষেধের কিছুটা শিথিল করে বেজিং। বিশ্বের প্রায় ৯০ শতাংশ বিরল খনিজ প্রক্রিয়াজাত হয় চিনেই, যা সৌর প্যানেল থেকে স্মার্টফোন পর্যন্ত নানা উন্নত প্রযুক্তিপণ্য তৈরিতে অপরিহার্য।এর আগের দিন রাষ্ট্রনেতাদের বৈঠক শেষে প্রকাশিত যৌথ ঘোষণাপত্রে পহেলগাঁও হামলার নিন্দা এবং যুদ্ধ-বিরোধী অবস্থানের কথাও উঠে আসে। এ দিনের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী ব্রিকস মঞ্চ থেকে ভারতের অবস্থান আরও একবার স্পষ্ট করে দিলেন।

গুন্ডা আইন হয়রানির হাতিয়ার

যোগী সরকারকে তীব্র ভর্ৎসনা এলাহাবাদ হাইকোর্টের

নয়া জামানা ঃ উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথ সরকারের বিরুদ্ধে কড়া পর্যবেক্ষণ দিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। রাজ্য সরকার কঠোর গুন্ডা আইন-কে সাধারণ মানুষকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হয়রানি করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে বলে মন্তব্য করেছে আদালত। এই ধরনের চরম কঠোর আইন কেবল জনশৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থেই প্রয়োগ করা উচিত বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন বিচারপতি।হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চের বিচারপতি সুভাষ বিদ্যার্থী এই মন্তব্য করেন গোণ্ডা জেলার বাসিন্দা জাহিদ আলির মামলার শুনানিতে। গোণ্ডার জেলা শাসক জাহিদকে গুন্ডা ঘোষণা করে ছয় মাসের জন্য জেলা থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যা বহাল রাখেন বিভাগীয় কমিশনারও। আদালত এই দুই নির্দেশই সম্পূর্ণ বেআইনি ঘোষণা করে খারিজ করে দিয়েছে।২০২৬ সালের ১১ মে গুন্ডা আইনের ৩(১) ধারায় জাহিদের বিরুদ্ধে দুটি পুরনো ফৌজদারি মামলা (২০১০ ও ২০২০ সাল) এবং একটি বিট ইনফরমেশন রিপোর্টকে ভিত্তি করে

পদক্ষেপ নেওয়া হয়। কিন্তু শুনানিতে প্রকাশ পায়, ২০১০ সালের মামলায় ২০১৭ সালেই জাহিদ সসম্মানে বেকসুর খালাস পেয়েছিলেন। আদালত ক্ষোভ প্রকাশ করে জানায়, নিষ্পত্তি হওয়া পুরনো মামলা তুলে কাউকে গুন্ডা আখ্যা দেওয়া যায় না।আদালত আরও জানায়, ২০২০ সালের মামলা ও ২০২৬ সালের নির্দেশের মধ্যে ছয় বছরের ব্যবধানে কোনও যুক্তিসঙ্গত যোগসূত্র নেই। বিট রিপোর্টের ভিত্তিতে নতুন মামলা না হওয়া এবং জাহিদকে শুনানির সুযোগ না দেওয়াও প্রাকৃতিক ন্যায়বিচার নীতির পরিপন্থী বলে জানায় বেঞ্চ। কমিশনারের সিদ্ধান্তকেও চোখ বন্ধ করে নেওয়া বলে সমালোচনা করে আদালত। জাহিদের আর্জি মঞ্জুর করে হাইকোর্ট স্পষ্ট জানায়, স্পষ্ট কারণ ছাড়া গুন্ডা আইনের যথেচ্ছ প্রয়োগ নাগরিকদের মৌলিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলে গণ্য হবে, যা বরদাস্ত করা হবে না।

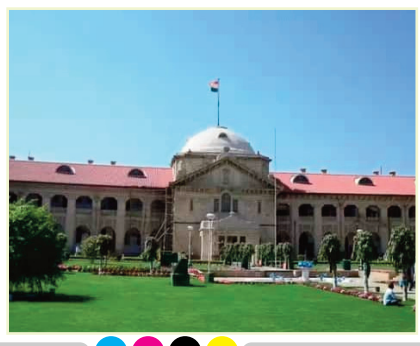

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 13-09-2026 22:34 Page 8

রিবাকিনার কাছে হার, ইউএস ওপেনের হ্যাটট্রিক অধরাই সাবালেঙ্কার

নয়া জামানা ঃ ফভারিট অ্যারিনা সাবালেঙ্কাকে হারিয়ে ইউএস ওপেনের খেতাব জিতলেন এলেনা রিবাকিনা। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ম্যাচ জিতলেন ৬-৪, ৫-৭, ৬-২ ব্যবধানে। এই নিয়ে তৃতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব এল কাজাখস্তানের তারকার ঝুলিতে। একই সঙ্গে বছরের দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতে ক্রমতালিকায় এক নম্বর স্থানও দখল করলেন তিনি ।ইউএস ওপেন জয়ের হ্যাটট্রিক অধরাই থেকে গেল সাবালেঙ্কার। দুবছর পর আবার ফাইনালে উঠে ট্রফি হাতছাড়া হল তাঁর। খেতাব তো বটেই, সঙ্গে শীর্ষস্থানও হারালেন বেলারুশের খেলোয়াড়।

৯৯ সপ্তাহ সিংহাসনে থাকার পর এবার তাঁকে জায়গা ছাড়তে হল রিবাকিনার জন্য। মহিলাদের টেনিসে টানা তিনবার যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জেতার নজির রয়েছে ক্রিস এভার্ট এবং সেরেনা উইলিয়ামসের। তৃতীয় খেলোয়াড় হিসাবে সেই তালিকায় নাম লেখানোর সুযোগ ছিল সাবালেঙ্কার সামনে। কিন্তু রিবাকিনার কাছে হেরে সেই স্বপ্নও ভেঙে খানখান।২০২২ সালে উইম্বলডন জেতার পর পরবর্তী ১৩টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মধ্যে মাত্র একটিতে ফাইনালে উঠতে পেরেছিলেন রিবাকিনা। কিন্তু হাল ছাড়েননি ২৭ বছরের টেনিস খেলোয়াড়। কঠোর পরিশ্রম করে গিয়েছেন। তার ফলও পেয়েছেন চলতি মরশুমে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতে বছর শুরু করেছিলেন। উইম্বলডন এবং ফরাসি ওপেনে প্রত্যাশামতো খেলতে না পারলেও ইউএস ওপেনে ফের চেনা ছন্দে ফিরলেন। যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের শিরোপার সঙ্গে বিশ্বের এক নম্বর হওয়ার পুরস্কারও পেলেন। তবে ইউএস ওপেনে নামার আগে চোটে নাজেহাল ছিলেন রিবাকিনা। সেই চোট পেয়েছিলেন সিনসিনাটি ওপেনে। প্রায় এক সপ্তাহ কোর্টে নামতে পারেননি। প্রতিযোগিতা শুরুর কয়েক দিন আগে ফের প্রস্তুতি শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত নিজের আত্মবিশ্বাস এবং সাপোর্ট স্টাফদের উপর ভরসা রেখে নিউ ইয়র্কে নামার সিদ্ধান্ত নেন। তারপর বাজিমাত ।রুদ্ধশ্বাস ফাইনাল জিতে রিবাকিনার মন্তব্য, কী বলব বুঝতে পারছি না। আমার কাছে উপযুক্ত কোনও শব্দ নেই! টুর্নামেন্টে নামার আগে এমন কিছু সত্যিই প্রত্যাশা করিনি। চোটের কারণে ভুগছিলাম। তবে শেষমেশ সব কিছু আমার পক্ষে গিয়েছে।

সাবালেঙ্কার প্রশংসা করে তিনি বলেন, অ্যারিনা, তোমার বিরুদ্ধে খেলা সত্যিই কঠিন। তুমি সবসময় আমাকে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দাও ।অন্যদিকে সাবালেঙ্কার কথায়, আমি সর্বোত্তম চেষ্টা করেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হতাশ হতে হয়েছে। তবে এটা অবিশ্বাস্য একটা বছর। দুর্দান্ত ফলের জন্য রিবাকিনাকে অভিনন্দন। ও এটার যোগ্য।

ইংল্যান্ডের কাছে হোয়াইটওয়াশ পাকিস্তান, রেকর্ড করলেন রুট

নয়া জামানা ঃ সদ্য সমাপ্ত সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টেস্টে পাকিস্তানকে ৮ উইকেটে হারিয়ে গোটা সিরিজ ৩-০ ব্যবধানে ক্লিন সুইপ করল ইংল্যান্ড ।ডাকেট-আর্চারদের এই দাপুটে জয়ের নেপথ্যে বড় ভূমিকা রাখলেন অধিনায়ক জো রুট, যিনি অপরাজিত থাকলেন ৬২ রানে। এই ইনিংসের হাত ধরেই জোড়া বিরল রেকর্ড গড়লেন তিনি ।টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে চতুর্থ ইনিংসে ২০০০ রানের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন রুট। এই কীর্তি নেই স্বয়ং ডন ব্র্যাডম্যান, সচিন তেন্ডুলকর, ভিভ রিচার্ডস কিংবা ব্রায়ান লারারও। রুট এখন পর্যন্ত ১৬৯ টেস্টের ৩০৯ ইনিংসে করেছেন ১৪,২৫০-এর বেশি রান। চতুর্থ ইনিংসে তাঁর গড় ৪৪.০০, যেখানে সচিনের (১৬২৫ রান, গড় ৩৭.০০) সঙ্গে ব্যবধান রীতিমতো চোখে পড়ার মতো। তালিকায়

এরপর রয়েছেন অ্যালিস্টার কুক (১৬১১, গড় ৩৬.০০), গ্রেম স্মিথ (১৬১১, গড় ৫২.০০) এবং শিবনারায়ণ চন্দ্রপল (১৫৮০, গড় ৪১.৫০) ।সিরিজজুড়ে ধারাবাহিক ছিলেন রুট;প্রথম টেস্টে ৬৬, দ্বিতীয় টেস্টে ৪ ও ২৪, তৃতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৮ রানের পর চতুর্থ ইনিংসে হাফ সেঞ্চুরি করে ছুঁয়ে ফেললেন আরও একটি মাইলফলক। এই ইনিংসের ফলে টেস্টে তাঁর হাফ সেঞ্চুরির সংখ্যা দাঁড়াল ৬৯টি, যা সচিনের ৬৮টি হাফ সেঞ্চুরির রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেল।২০১২ সালে নাগপুরে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেকে ৭৩ রানের ইনিংস দিয়ে যাত্রা শুরু করা রুট এখন পর্যন্ত করেছেন ৪১টি সেঞ্চুরি। টেস্টে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক সচিনের (১৫, ৯২১) রেকর্ড থেকে এখন আর বেশি দূরে নেই তিনি। ফিটনেস ও ফর্ম অক্ষুণ্ণ থাকলে বিশেষজ্ঞদের মতে সেই রেকর্ডও ভাঙতে পারেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক।

ওয়ানডে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি রোহিতের বিকল্পের ভাবনা

নয়া জামানা ঃ আর একবছর পরই ওয়ানডে বিশ্বকাপ। তার আগে দল গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত টিম ইন্ডিয়া। চলতি মাসের শেষে, ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলা ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের দলে ডাক পেতে পারেন এমন পাঁচজনের নাম নিয়ে চর্চা তুঙ্গে, যাঁরা বর্তমানে জাতীয় দলে নিয়মিত নন ।আলোচনার কেন্দ্রে তরুণ ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল। টেস্ট দলে জায়গা পাকা হলেও ওয়ানডেতে এখনও নিয়মিত হতে পারেননি তিনি। তবে সাম্প্রতিক তিনটি ওয়ানডের মধ্যে দুটিতেই সেঞ্চুরি করেছেন। যশস্বী দলে থাকলে শুভমান গিলের সঙ্গে ওপেনিংয়ে গড়ে উঠবে ডানহাতি-বাঁহাতি জুটি। রোহিত শর্মা সম্ভবত প্রথম একাদশেই থাকবেন,

তবে যশস্বীকে তাঁর সম্ভাব্য বিকল্প হিসেবেই দেখা হচ্ছে। রোহিতের ওয়ানডে ভবিষ্যৎ নিয়ে সম্প্রতি প্রশ্ন উঠেছে, এমনকী বিসিসিআইও এ নিয়ে মন্তব্য করেছে। অনেকের ধারণা, যশস্বীকে দলে রাখার মাধ্যমে কোচ গৌতম গম্ভীর ও প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর রোহিতকে একরকম বার্তাই দিতে চাইছেন ।এশিয়াড খেলতে ঈশান কিষানরা দেশের বাইরে থাকায়, তাঁর জায়গায় বিকল্প হিসেবে ডাক পেতে পারেন ঋষভ পন্থ, যদিও তিনি বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় আছেন কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়। দুটি ওয়ানডে সিরিজে বাইরে থাকার পর ফিরতে পারেন রবীন্দ্র জাদেজাও, যাঁর অবসর নিয়ে জল্পনা কম নয়। একই পরিস্থিতি মহম্মদ সিরাজের ক্ষেত্রেও। এ ছাড়া, সুযোগ পেলেই নিজেকে প্রমাণ করা রুতুরাজ গায়কোয়াড়ও দলে জায়গা পেতে পারেন। এশিয়াডের নেতৃত্বে থাকা শ্রেয়স আইয়ারের অনুপস্থিতিতে চার নম্বরে বিকল্প হতে পারেন তিনি।

জেরেভের সামনে জোড়া গ্র্যান্ড স্ল্যাম ইতিহাসের দোরগোড়ায় শেলটন

নয়া জামানা ঃ রবিবার ইউএস ওপেনের মেগা ফাইনালে মুখোমুখি আলেকজান্ডার জেরেভ এবং বেন শেলটন। ফল যাই হোক না কেন, চলতি মরসুমে দুই তারকাই নিজেদের গ্র্যান্ড স্ল্যাম যাত্রায় এক বড়সড় তৃপ্তি নিয়ে কোর্ট ছাড়বেনএটা সত্যি, যে চোটের কারণে কার্লোস আলকারাজ ও ইয়ানিক সিনারের অনুপস্থিতি এই টুর্নামেন্টে নতুন চ্যাম্পিয়ন পাওয়ার পথ প্রশস্ত করেছে। অনেকেই মনে করেছিলেন, সিনকারাজ জুটির দাপটে জেরেভের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের স্বপ্ন হয়তো অধরাই থেকে যাবে। কিন্তু ফরাসি ওপেন জিতে সেই ভুল ভেঙে দিয়েছেন জার্মান তারকা। অন্যদিকে, বিশ্বের তাবড় খেলোয়াড়দের হারিয়ে গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনাল খেলার যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন শেলটনও ।মরসুমের শুরুতে জেরেভের জোড়া গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের বাজি ধরলে অনেকেই হাসতেন ।ফরাসি ওপেন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর আজ তিনিই ফেভারিট! ২০২০ সালের ইউএস ওপেন ফাইনালে ডমিনিক থিমের কাছে দু'সেটে এগিয়ে থেকেও হারতে হয়েছিল। এরপর একাধিক বার তাঁর মানসিক দৃঢ়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

তবে ফরাসি ওপেনে ফ্ল্যাভিও কোবোল্লিকে হারিয়ে সেই ভূত তাড়িয়েছেন জেরেভ। উইম্বলডনে ইয়ানিক সিনারের কাছে হারলেও টানা তিনবার গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে উঠলেন ।সিনার ও আলকারাজকে নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে জার্মান তারকার বক্তব্য, আমি বিশ্বাস করেছিলাম এটা সম্ভব। হয়তো আপনারা অনেকেই করেননি। গত দু'বছরের নিরিখে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক ছিল, যে কার্লোস আর ইয়ানিকই সব গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনাল খেলবে কি না। তবে রবিবার আমার সামনে আরও একটি বড় ম্যাচ ।শেলটনের সামনে জোড়া ইতিহাস গড়ার সুযোগ ।শেলটন আজ ইতিহাস গড়তে পারেন। ২০০৩ সালে অ্যান্ডি রডিকের পর প্রথম মার্কিন পুরুষ হিসেবে এবং ১৯৭৫ সালে আর্থার অ্যাশের পর প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান হিসেবে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের সুযোগ তাঁর সামনে। যদিও সেমিফাইনালের পর এক সাংবাদিক ইতিহাসের কথা মনে করালে মুচকি হেসে শেলটন বলেন, তাই নাকি?টুর্নামেন্টের পারফরম্যান্স নিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'আমার কাছে পুরো টুর্নামেন্টটাই একটা অজানা ভূখণ্ড। আমি এমন জায়গায় পৌঁছেছি যেখানে আগে কখনও আসিনি ।প্রাক্তন তারকা জেমস ব্লেকের মতে, শেলটনের এই উত্থান কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের টেনিসের প্রতি আরও বেশি আকৃষ্ট করবে। তিনি বলেন, বেনের গল্প শুনে এমন অনেকেই অনুপ্রাণিত হবেন, যাঁরা হয়তো আগে টেনিস দেখতেনই না।

এশিয়া কাপের মহারণ মুখোমুখি ভারত-শ্রীলঙ্কা

নয়া জামানা ঃ মেয়েদের এশিয়া কাপ ২০২৬-এর ফাইনালে আজ মুখোমুখি ভারত ও শ্রীলঙ্কা। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রেকর্ড অষ্টম খেতাবের লক্ষ্যে নামছে হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারত, প্রতিপক্ষে গতবারের চ্যাম্পিয়ন চামারি আথাপথুর শ্রীলঙ্কা। ম্যাচ শুরু হবে ভারতীয় সময় রাত ৮টায় ।গোটা গ্রুপ পর্বে অপরাজিত থেকে গ্রুপ 'এ'-তে শীর্ষে থেকেই ফাইনালে পৌঁছেছে ভারত। সেমিফাইনালে বাংলাদেশকে কার্যত উড়িয়ে দিয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে টিম ইন্ডিয়া। ব্যাটে স্মৃতি মান্ধানা ও শেফালি বর্মার ধারাবাহিকতা ভারতের অন্যতম বড় শক্তি হয়ে উঠেছে ।অন্যদিকে, সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে জায়গা করে

নিয়েছে শ্রীলঙ্কা। শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্যে নামা লঙ্কানরাই একমাত্র দল, যারা অতীতে ফাইনালে ভারতকে হারানোর নজির রেখেছে ঠিক গতবারের মতো, যা এবার ভারতের কাছে বদলার লক্ষ্য ।পরিসংখ্যান অবশ্য ভারতের পক্ষেই ঝুঁকে। দুই দলের সাম্প্রতিক লড়াইয়ে শেষ দশটি টি-টোয়েন্টির মধ্যে ন'টিতেই জয় পেয়েছে ভারত। তবে ফাইনালের চাপ আলাদা, আর তা ভালোভাবেই জানে দুই শিবির ।পিচ নিয়েও বিশেষ আলোচনা চলছে। টুর্নামেন্টে অধিকাংশ ম্যাচেই রান কম উঠেছে, আর স্পিনাররাই মূলত সাফল্য পেয়েছেন;দীপ্তি শর্মা ভারতের হয়ে এবং অধিনায়ক চামারি আথাপথু নিজেই শ্রীলঙ্কার হয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন এই বিভাগে। ফলে আজকের ফাইনালেও স্পিন-লড়াই নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে পারে বলে ধারণা বিশেষজ্ঞদের।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।